চাঁদের গায়ে রোদ

সাইফ হাসনাত

চাঁদের গায়ে রোদ

সাইফ হাসনাত

প্রথম প্রকাশ:
২০১১

প্রকাশের সাইট:
সামহোয়্যারইনব্লগ. নেট

স্বত্ব:
লেখক

প্রচ্ছদ:
সাইফ হাসনাত

অঙ্গসজ্জা ও গ্রাফিক্স:
সাইফ হাসনাত

উ ৎ স র্গ

আমার বিশেষ কেউ নেই। আমার অসাধারণ কেউও নেই।
আমি তাই আমার প্রথম ই- বুকটি উৎসর্গ করছি
একেবারে অ- বিশেষ ও সাধারণ
আমার একবন্ধুকে।
যার মতো বন্ধু
আমি আর
চাইনা।
একজনই
যথেষ্ট।

মহিউদ্দিন।

আমি ভালো আছি। তুইও ভালো থাকিস নিরন্তর...

অকথা

প্রচ্ছদে কী দেয়া যায় ভাবতে ভাবতে রাত হয়ে গেয়েছিলো। রাতে আকাশে চাঁদ ছিলো। স্বর্গীয় আলোয় জ্বলজ্বল করছিলো চাঁদ। দূর থেকে মনে হচ্ছিলো চাঁদে বোধহয় টর্চ ধরেছে কেউ। কে ধরলো! আমি তো না-ই; কে তাহলে? আমার পাশের কেউ? আমার কাছের কেউ?

ভাবনারা ক্লাস ওয়ানের বাবুর হাতের কলমের রেখার মতো আকাবাঁকা। এক সময় ভাবনা থামে। চাঁদের গায়ে রোদ পড়েছে। চাঁদের আলো শেষ। চাঁদ তাই রোদ পোহাবে। রোদ তাই চাঁদের গায়ে। আর আমি? অন্ধকারে ডুব আমার। আমি অন্ধকারের মানুষ। চাঁদকে তাই অন্ধকারে এনে ভাবলাম। চাঁদের গায়ে রোদ ছড়িয়ে দিলাম। আমার একটা ভাঙ্গাচুড়া প্রচ্ছদও চলে এলো...

প্রচ্ছদের ক্যাপশন কী হতে ভাবতেই মাথায় এসে বসলো- চাঁদের গায়ে রোদ। ব্যস... প্রচ্ছদ আর নামকরণের এই সারসংক্ষেপ!

এই বইয়ের কবিতাগুলোর সাথে বাস্তব জীবনের কোনো মিল নেই। তবে জীবনের যথেষ্ট আলো আছে। জীবনের আলো ছাড়া মনে হয় কোনো কবিতাই কবিতা না। কোনো গল্পই গল্প না... আবার কারো কারো কাছে হয়তো এগুলোকে কবিতাই মনে হবেনা! নাও হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এগুলো কবিতাই; আমার কবিতা।

কেমন লাগে, না লাগে জানালে খুশি হবো...

সাইফ হাসনাত।

saifhasnat@gmail.com

যা কিছু আছে

অন্ধকারে দেই ডুব
আমার আর ফেরা হলোনা
আমার কাঁদার সময়
আমিই কথা রাখিনি
আর কখন
এই বসন্তে
একজন
কপাটটা খোলো
খুব করে ভালো থেকো
গান
তোমার জন্য
সময় গেছে বদলে
বদল

** কবিতার নামের উপর ক্লিক করলেই সেটি পড়া যাবে। আর সূচিপত্রে যাওয়ার জন্য পৃষ্ঠার উপরে "চাঁদের গায়ে রোদ" লেখায় ক্লিক করলেই হবে।**

অন্ধকারে দেই ডুব

কর্ম ক্লান্ত দিবস শেষে,
সূর্যটাকে গিলেছে রাত্রি এসে।

আকাশে আজ জমেনি তারার মেলা,
কেবলই শুভ্র- ধূসর মেঘের খেলা।
প্রিয় চাদটাও কেমন!
লুকিয়ে আছে আড়ালে।
এই- ই কেবল যাচ্ছে দেখা চোখ মেলে।

কথা ছিলো-
তোমায় নিয়ে ডুব দিব
এক চঞ্চল রাতের আধাঁরে,
সেই রাতই এখন বেহুঁশ ঘুমের ঘোরে।
তুমি তো আরো অনেক দূরে।

কাজহীন রাত দীর্ঘ খুব,
কাজহীন মানুষ আমি অন্ধকারে
দেই ডুব. . .

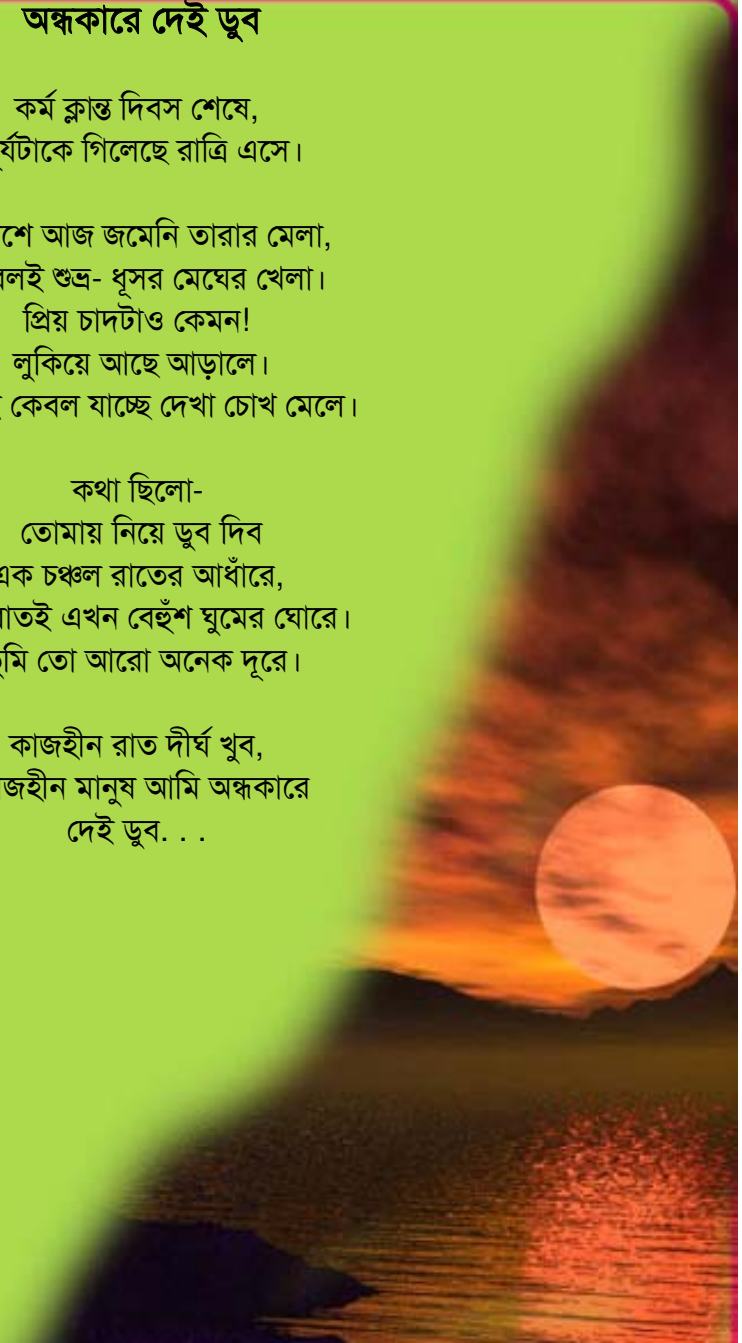

আমার আর ফেরা হলোনা

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই বুঝতে পেরেছি
নেমে আসা সহজ নয়। কিন্তু বুঝা হয়নি-
'সহজ নয়'টা কতটুকু।

কখন যে ফেলে আসা ধাপগুলো অদৃশ্য
হয়ে গেছে টেরই পাইনি! আজ বহুদিন পর
যখন পিছনে ফিরে তাকালাম-
তখন সব শূণ্য। প্রাণহীন। পদক্ষেপ
সহ্য করার অনুপযুক্ত।

তবুও আমি ফেরার জন্য ফেলে
আসা পথে উল্টো পা বাড়াই।
এবার আমার পিছনে পড়তে থাকে
ভালোবাসা- উম্মাদনা- কাম- আবেগ-
সম্মোহনী ডাক... তারা আমায়
তীব্র আকর্ষণে কাছে টানে।

আমি থমকে দাঁড়াই।
... আসলে ফিরে আসাটা আর আমার জন্য
সম্ভব হয়না।

তা ই- আমার আর ফেরা হলোনা...

আমার কাদার সময়

বর্ষণমুখর রাত্রির মধ্য প্রহর।
আকাশ গলে বৃষ্টি পড়ে, আমার চোখে অশ্রু ঝরে।

সেদিন আমার বিরহে কাঁদতে চেয়েছিলে তুমি,
অবাক হয়ে বাঁধা দিয়েছিলাম আমি।
কিছুই বলা হয়নি তোমায়-
দেয়া হয়নি সান্ত্বনা,
আসলে কিছুই করার ছিলোনা. . .

আজ এই বর্ষণমুখর নির্জন রাত্রির
মধ্য প্রহরে,
তোমায় কিছু বলার সুযোগ এসেছে
আমার ঘরে।
কিন্তু তুমি কাছে নেই। যদি থাকতে,
বুকে জড়িয়ে বলতাম-
কান্না তোমার জন্য নয়,
এখন তো আমার কাঁদার সময়. . .

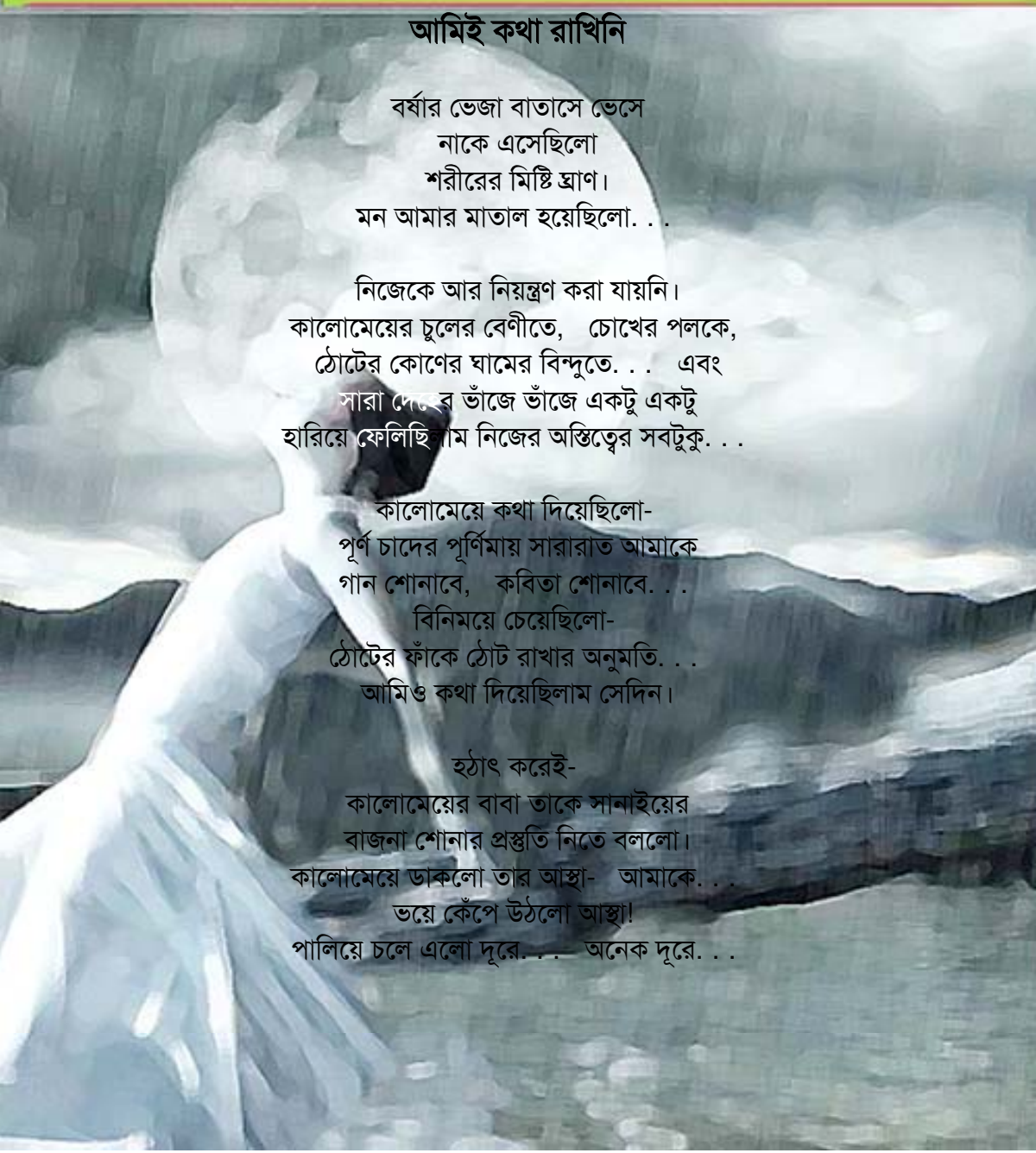

আমিই কথা রাখিনি

বর্ষার ভেজা বাতাসে ভেসে
নাকে এসেছিলো
শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণ।
মন আমার মাতাল হয়েছিলো. . .

নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।
কালোমেয়ের চুলের বেণীতে, চোখের পলকে,
ঠোটের কোণের ঘামের বিন্দুতে. . . এবং
সারা দেহের ভাঁজে ভাঁজে একটু একটু
হারিয়ে ফেলিছিলাম নিজের অস্তিত্বের সবটুকু. . .

কালোমেয়ে কথা দিয়েছিলো-
পূর্ণ চাদের পূর্ণিমায় সারারাত আমাকে
গান শোনাবে, কবিতা শোনাবে. . .
বিনিময়ে চেয়েছিলো-
ঠোটের ফাঁকে ঠোট রাখার অনুমতি. . .
আমিও কথা দিয়েছিলাম সেদিন।

হঠাৎ করেই-
কালোমেয়ের বাবা তাকে সানাইয়ের
বাজনা শোনার প্রস্তুতি নিতে বললো।
কালোমেয়ে ডাকলো তার আস্থা- আমাকে. . .
ভয়ে কেঁপে উঠলো আস্থা!
পালিয়ে চলে এলো দূরে. . . অনেক দূরে. . .

আর কখন

যে আসা সন্ধ্যায় হওয়ার কথা,
রাত গড়িয়ে এই ভোরেও তা হলোনা।
আসবে আসবে করেও যা তুমি করলে
কোনো কালেই তা কিন্তু ভালোনা।

ঘুমের বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে
সারাটা রাত আমার জেগে থাকা-
তোমার অপেক্ষায়,
তবুও তুমি এলেনা। সবুরের মেওয়া
আরো একবার পঁচে- গলে নিঃশ্বেষ হয়ে গেলো।

আমি জানিনা-
আর কখন তুমি আসবে!
জানিনা- কখনই বা তুমি
তিন শব্দের প্রিয় বাক্যটা বলতে বলতে হাসবে...

এই বসন্তে

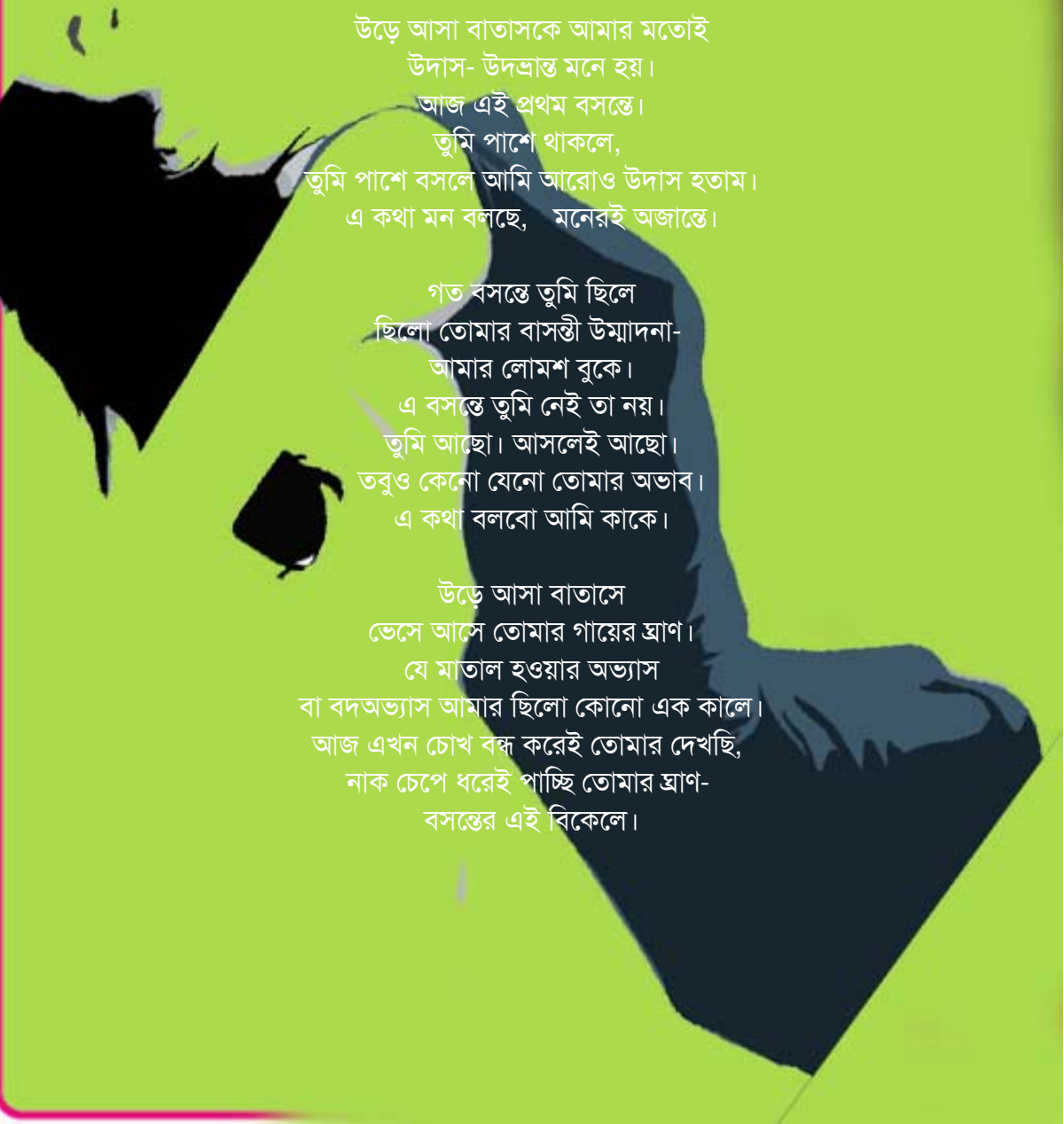

উড়ে আসা বাতাসকে আমার মতোই
উদাস- উদভ্রান্ত মনে হয়।
আজ এই প্রথম বসন্তে।
তুমি পাশে থাকলে,
তুমি পাশে বসলে আমি আরোও উদাস হতাম।
এ কথা মন বলছে, মনেরই অজান্তে।

গত বসন্তে তুমি ছিলে
ছিলো তোমার বাসন্তী উম্মাদনা-
আমার লোমশ বুকে।
এ বসন্তে তুমি নেই তা নয়।
তুমি আছো। আসলেই আছো।
তবুও কেনো যেনো তোমার অভাব।
এ কথা বলবো আমি কাকে।

উড়ে আসা বাতাসে
ভেসে আসে তোমার গায়ের ঘ্রাণ।
যে মাতাল হওয়ার অভ্যাস
বা বদঅভ্যাস আমার ছিলো কোনো এক কালে।
আজ এখন চোখ বন্ধ করেই তোমার দেখছি,
নাক চেপে ধরেই পাচ্ছি তোমার ঘ্রাণ-
বসন্তের এই বিকেলে।

একজন

তোমার দেয়া বিরহের আগুনে
কলজে পুড়ে ছাই হয়।
কলজে পুড়া ধোঁয়ায় গাঢ় হয় নিশ্বাস।
অতপর দম আটকে আসে বারবার।

খুক্ খুক্ কেশে উঠে ভালোবাসা।
থু থু হয়ে গলে পড়ে জমিয়ে-
রাখা বিশ্বাস।

মিথ্যে কথার তুড়িতে
প্রতিদিন পরাজিত হয় আমার সরল- মন।
তুমি আর কতো মিথ্যা বলবে!
জানোনা?-
তোমার ঠোঁটের ভাঁজেই সব বুঝে ফেলে একজন!

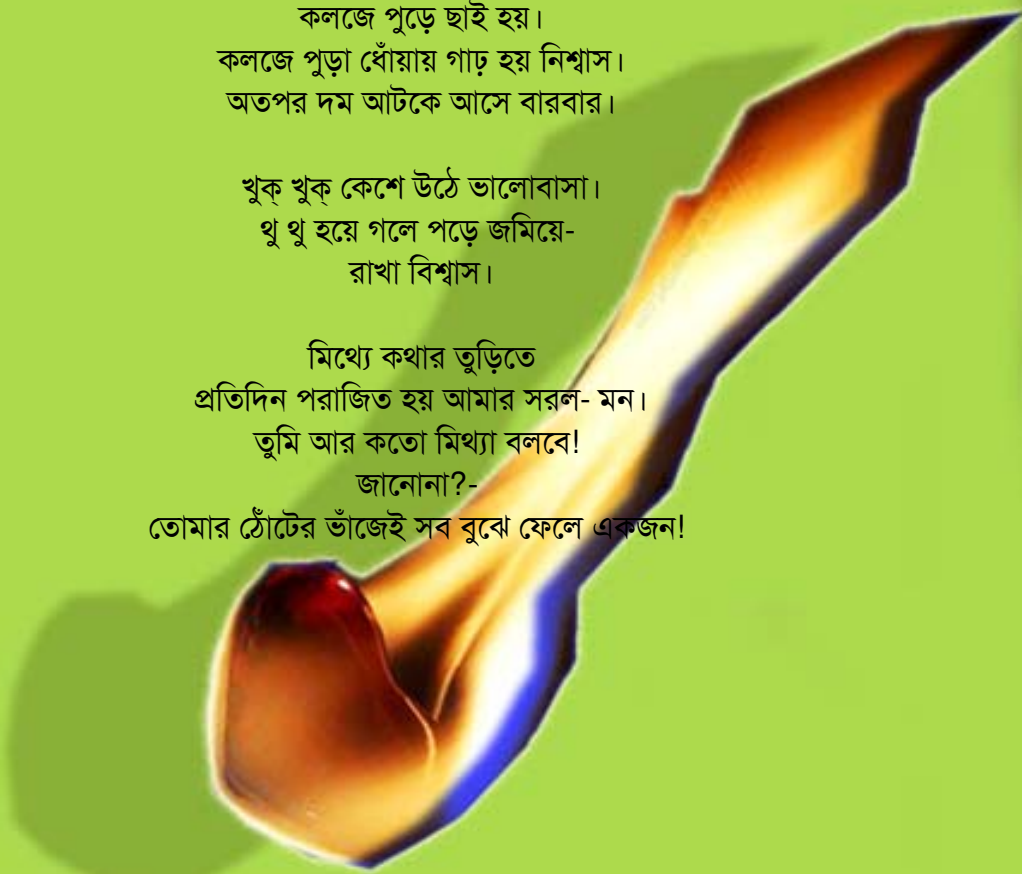

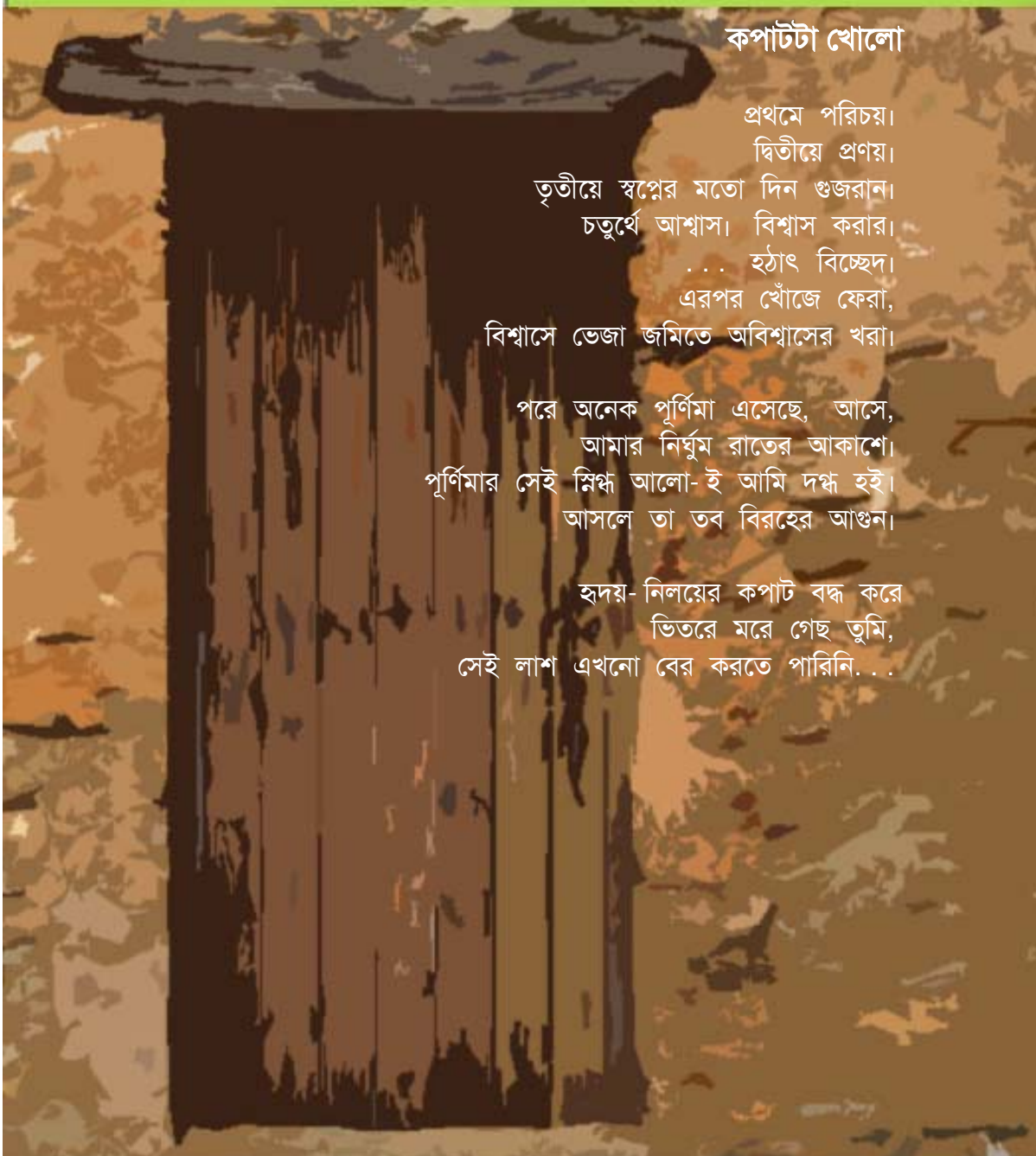

কপাটটা খোলো

প্রথমে পরিচয়।
দ্বিতীয়ে প্রণয়।
তৃতীয়ে স্বপ্নের মতো দিন গুজরান।
চতুর্থে আশ্বাস। বিশ্বাস করার।
. . . হঠাৎ বিচ্ছেদ।
এরপর খোঁজে ফেরা,
বিশ্বাসে ভেজা জমিতে অবিশ্বাসের খরা।

পরে অনেক পূর্ণিমা এসেছে, আসে,
আমার নির্ঘুম রাতের আকাশে।
পূর্ণিমার সেই স্নিগ্ধ আলো-ই আমি দগ্ধ হই।
আসলে তা তব বিরহের আগুন।

হৃদয়-নিলয়ের কপাট বন্ধ করে
ভিতরে মরে গেছ তুমি,
সেই লাশ এখনো বের করতে পারিনি. . .

খুব করে ভালো থেকো

সকালটা আজ বিষন্ন খুব।
এতোদিন দূরে থেকেও কাছে ছিলে।
আজ অথবা কাল থেকেই
কাছাকাছি থেকেও হয়তো, যাবে দূরে চলে।

নানা রঙ জীবনের
নতুন আরো একটা রঙ শুরু হলো বোধহয়।
এ রঙ কিছুই রাঙাতে পারবেনা-
জানি। তবুও ভীষণ ভয়. . .

কাছে থাকা আর দূরে থাকা
গুলমিলিয়ে যাচ্ছে এখন।
বুঝতে পারছিনা-
কোন কথাটা ভাবা উচিৎ, কোন কথাটা ছাড়া উচিৎ
কোন কথাটা উচিৎ লেখন।

এলোমেলো শব্দমালা
ভীড় জমালো আরো একবার।
জানিনা- এক জীবনে
কতো কিছু আরো বাকি দেখবার।

যেখানেই হোক,

তুমি খুব করে ভালো থেকো।
তোমার আমার ইচ্ছেগুলো যতন করে আগলে রেখো।

গান

সবুজ সবুজ যুবতী কবিতাদের কাছে
হাত জোড় করে একটা গান মাঁগি,
গভীর হৃদয়ের নরম কোমল শব্দগুলোকে
গান বানানোর জন্য ঘুমহীন রাত জাগি।

চাওয়া আমার শুধু চাওয়া হয়েই থাকে-
রাতেরও মিলন ঘটে ভোরের সাথে।
জন্ম হয় সূর্যলাল সকালের,
গানের খোঁজ করতে করতে মাথাটা হ্যাং হয়ে যায়।
গানের তবু খোঁজ মিলেনা।
বসে বসে ক্ষণ গুণি বিকালের।

সূর্যটা আবারো লাল হবে জানি-
সকালটা আবারো উৎ পেতে বসে থাকবে
রাতের ওই প্রান্তে,
এদিকে গানের খোঁজে মাতাল হবে গীতিকার।
গান একটা হয়েও যাবে-
তার অজান্তে।

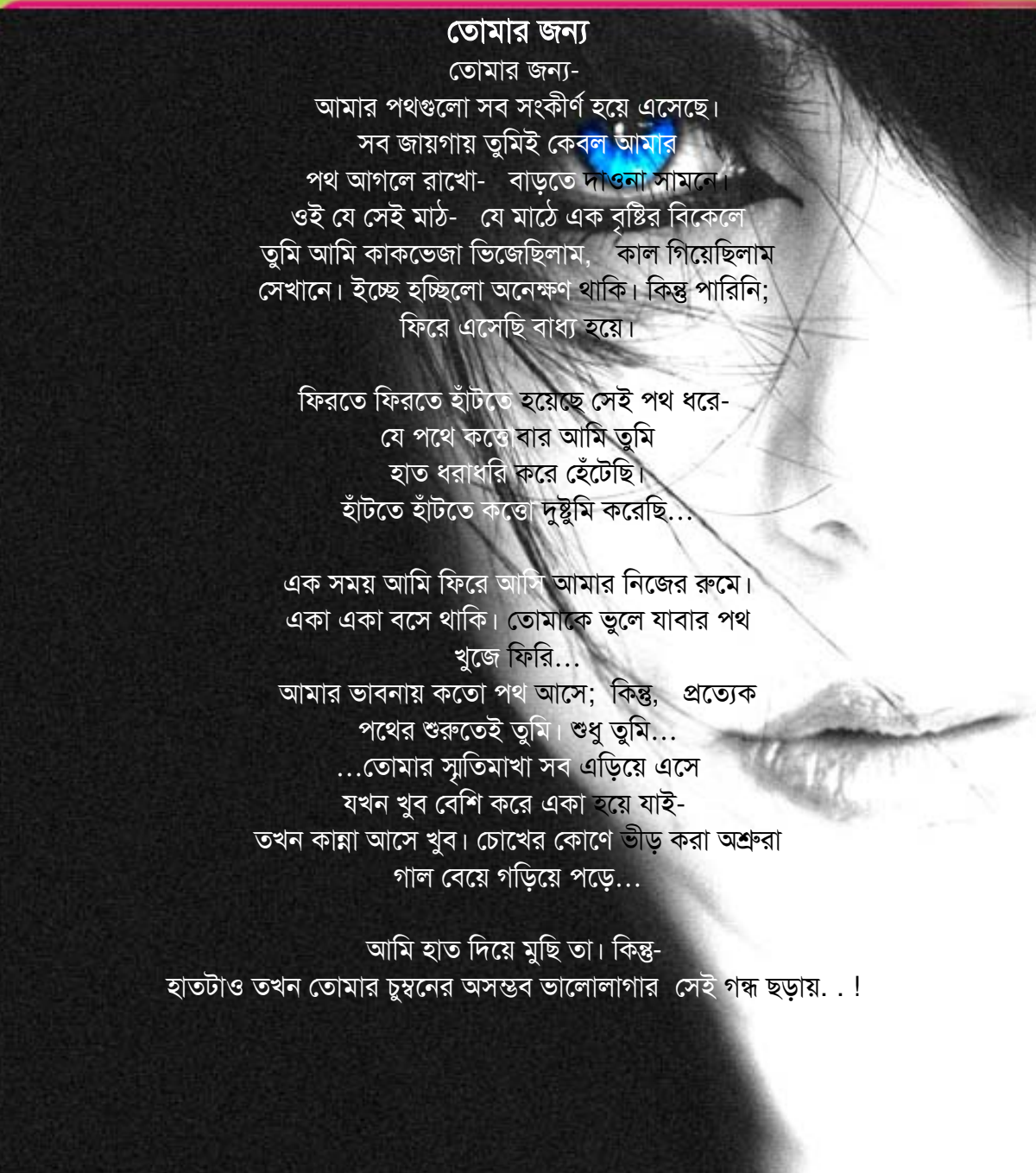

তোমার জন্য

তোমার জন্য-
আমার পথগুলো সব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।
সব জায়গায় তুমিই কেবল আমার
পথ আগলে রাখো- বাড়তে দাওনা সামনে।
ওই যে সেই মাঠ- যে মাঠে এক বৃষ্টির বিকেলে
তুমি আমি কাকভেজা ভিজেছিলাম, কাল গিয়েছিলাম
সেখানে। ইচ্ছে হচ্ছিলো অনেক্ষণ থাকি। কিন্তু পারিনি;
ফিরে এসেছি বাধ্য হয়ে।

ফিরতে ফিরতে হাঁটতে হয়েছে সেই পথ ধরে-
যে পথে কত্তো বার আমি তুমি
হাত ধরাধরি করে হেঁটেছি।
হাঁটতে হাঁটতে কত্তো দুষ্টুমি করেছি...

এক সময় আমি ফিরে আসি আমার নিজের রুমে।
একা একা বসে থাকি। তোমাকে ভুলে যাবার পথ
খুজে ফিরি...
আমার ভাবনায় কতো পথ আসে; কিন্তু, প্রত্যেক
পথের শুরুতেই তুমি। শুধু তুমি...
...তোমার স্মৃতিমাখা সব এড়িয়ে এসে
যখন খুব বেশি করে একা হয়ে যাই-
তখন কান্না আসে খুব। চোখের কোণে ভীড় করা অশ্রুরা
গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে...

আমি হাত দিয়ে মুছি তা। কিন্তু-
হাতটাও তখন তোমার চুম্বনের অসম্ভব ভালোলাগার সেই গন্ধ ছড়ায়. . !

সময় গেছে বদলে

লোডশেডিংয়ের সন্ধ্যায়
তোমার ফোন আসতো নিয়মিত।
আমাদের অদৃশ্যা কথোপকথোনে
ছড়াতো হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসা।

কখনো কখনো তুমি ভাঙতে
অলিখিত নিয়ম। তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে
রাত নেমে আসার পর ফোন করতে তুমি।
স্যরি স্যরি বলে ঝালাপালা করে দিতে কান।
কী যে ভালো লাগতো. . !

সময় গেছে বদলে-
এখনো সন্ধ্যা নামে । এখনো
লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে বন্দি থাকি নিয়মিত। কিন্তু-
তোমার ফোন আর আসেনা. . .
সময় যে গেছে বদলে. . .

আসলে তুমি পারোনা ফোন করতে।
আমাকেও যদি তুমি তাড়িয়ে দিতে তুমি, আমিও
পারতামনা...

বদল

কতোটা বোকা ছেলে আমি!
আমার কথা তুমি বিশ্বাসই করতে চাইতে না।
আমি জোর করতাম তবুও।
তোমাকে বিশ্বাস করিয়েই ছাড়তাম! !

তুমি বলতে-
বাবাই আমার বড় বাঁধা হবে।
তুড়ি মেরে উড়াতাম- কি যে বলো!
বাবা আমার আমাকে ছাড়া কিচ্ছু বুঝেনা।
অনেক দিন গেলো এভাবে...

তোমার কাছে আমি হয়ে গেলাম- নির্ভরতার
প্রতিক। বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব।
অনেকগুলো ভালো দিনে আমরা কাছাকাছি
থাকলাম...

কিন্তু; সময় এবার বাস্তবতা দেখালো! !
বাবাই বললেন- একদিকে আমি, অন্যদিকে তোর ইচ্ছা...
কিছুই করতে পারলাম না আমি। আসলে-
করা গেলোনা।

তোমার কাছে হেরে গেলাম আমি। নিজের কাছে হলাম-
পরাজিত- হীন- দূর্বল...